মেহেরপুরের রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ড, ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার খাওন ঘর নামের একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনে এসি, ফ্রিজসহ প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

মঙ্গলবার ভোরে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত “খাওন ঘর” নামের রেস্টুরেন্টে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

স্থানীয়রা ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় রেস্টুরেন্টে কেউ উপস্থিত না থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুনে রেস্টুরেন্টের এসি, ফ্রিজ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে এক কৃষকের বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার আগুনে তিনটি বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র, টিন, নগদ টাকা, খাদ্যশস্য ও কাপড়চোপড়সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের আব্দুলপুর ঘোগা এলাকায় বাহাদুর আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাহাদুর আলীর বাড়িতে আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। বিদ্যুতের শকের ভয়ে প্রথমে কেউ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেননি। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং তিনটি ঘরসহ ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাহাদুর আলী মাঠে কৃষিকাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাহাদুর আলী বলেন, “আগুনে আমার তিনটি ঘরসহ খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, টিন, ড্রেসিং টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, বাক্স, চাল, ধান ও নগদ টাকাসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। এখন পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

প্রতিবেশীরা জানান, আগুনে বাহাদুর আলীর সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তারা দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবি জানান।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনিন্দ্য গুহ বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।

মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জেলা

প্রশাসনের সহায়তা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জিনারুল ইসলামের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ সময় জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজখবর নেন। তিনি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং ধৈর্য ধারণ ও মনোবল অটুট রাখার আহ্বান জানান।

একই সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

পরে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে নগদ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা, ২ বান্ডিল ঢেউটিন, ২ বস্তা শুকনো খাবার এবং ২টি কম্বল প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় অগ্নিকাণ্ডে তিনটি গরুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকরা ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক খামারির তিনটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। এতে প্রায় ১১ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত খামারি।

জানা যায়, গতকাল বুধবার আনুমানিক বেলা ১টার দিকে রামদিয়া গ্রামের

প্রবাসী ইমাদুল হকের বাড়ির গরুর খামারে আগুন লাগে। খামারির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন সৌদি আরবে প্রবাস জীবন কাটিয়ে কষ্টার্জিত অর্থ সঞ্চয় করে নিজ বাড়িতে ছোট পরিসরে গরুর খামার গড়ে তোলেন ইমাদুল হক। শুরুতে দুটি গরু দিয়ে খামার কার্যক্রম শুরু করলেও পরে সেখানে অস্ট্রেলিয়ান জাতের গরুসহ কয়েকটি গরু ছিল, যার মধ্যে কোরবানির জন্য প্রস্তুত একটি গরুও ছিল।

ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বাড়িতে চারদিকে তালা দেওয়া ছিল এবং কাজের মেয়ে ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। হঠাৎ গরুর ঘর থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। তবে ততক্ষণে দুইটি অস্ট্রেলিয়ান জাতের গরু আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পরে সেগুলোর মৃত্যু হয়। কোরবানির জন্য রাখা অপর গরুটি অল্পের জন্য রক্ষা পায় এবং বর্তমানে তুলনামূলক সুস্থ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগ হতে পারে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পাশাপাশি পল্লী বিদ্যুতের লাইনম্যান বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। প্রাথমিক তদন্তে আগুনের সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত খামারি ইমাদুল হক বলেন, প্রবাস জীবনের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা খামারের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা বকসিপুরে

অগ্নিকাণ্ডে পানবরজ পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গা উপজেলা বকসিপুর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা ডাউকি ইউনিয়নের বকসিপুর গাংপাড়া চরের মাঠে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পানের বরজে আগুন লাগে। বকসিপুর গ্রামের মৃত আরশেদ আলির ছেলে রুকচাঁদ আলির ১৪ কাঠা পানের বরজের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়েছে দেড় কাঠা,একই গ্রামের মাহাতাব আলির ছেলে হান্নান আলির ১০ কাঠা পানের বরজের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়েছে ১ কাটা।

আরও জানা গেছে, বরজে আগুন লাগার সাথে সাথে গ্রামের মসজিদের মাইকে প্রাচার করে গ্রামবাসীর সহোযোগিতায় আহব্বান জানালে তারা দ্রত পান বরজে ছুটে যায়।সাথে সাথে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

এলাকাবাসীরা অভিযোগ করে বলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কিছু দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিত ভাবে এই আগুন লাগিয়েছে।সুস্থ পুলিশি তদন্ত হলে এই ঘটনার পিছনে কে কাদের হাত আছে তা স্পষ্ট জানা যাবে।

গাংনীর বামুন্দী বাজারে গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে অকটেন, পেট্রোল ও গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জনবসতি এলাকায় দাহ্য পদার্থের অবৈধ ব্যবসা বন্ধের দাবিও উঠেছে।

জানা গেছে, বামুন্দী বাজারের জনতা ব্যাংকের নিচে অবস্থিত সামিয়া ট্রেডার্স (প্রোপাইটর আব্দুল আল হোসেন ওরফে মিঠু), যিনি যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের ডিলার এবং বামুন্দী বাজারের মেসার্স

আছিয়া এন্টারপ্রাইজ-এর মালিক মোখলেসুর রহমানের বিরুদ্ধে জনবসতি এলাকায় খোলা বাজারে একই স্থানে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

আজ রবিবার সকালে সামিয়া ট্রেডার্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে বাজারের জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সাধারণ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করেন। খবর পেয়ে বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, জনবসতি এলাকায় এ ধরনের দাহ্য পদার্থের দোকান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তারা এসব দোকান অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে জনবসতি এলাকায় অবৈধভাবে এসব ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

এ বিষয়ে বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্দেশনা অমান্য করে খোলা বাজারে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে, যা জনবসতি এলাকায় সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের কাছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বামুন্দী বাজারের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী মেহেরুল্লাহ বলেন, আজকের অগ্নিকাণ্ডে আল্লাহর রহমতে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে জনবসতি এলাকায় এ ধরনের অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত।

জনতা ব্যাংক বামুন্দী শাখার ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্ধারিত সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে ব্যবসা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, আগুন ছড়িয়ে পড়লে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের প্রাণহানির পাশাপাশি ব্যাংকের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ স্থানে হলে ভালো হতো বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ বিষয়ে সামিয়া ট্রেডার্সের মালিক আব্দুল আল হোসেন (মিঠু) বলেন,

তিনি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে লাইসেন্স নিয়েছেন। তবে তিনি লাইসেন্স দেখাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, কোথায় কীভাবে ব্যবসা করবেন তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। অগ্নিকাণ্ডে কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসকে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জনবসতি এলাকায় বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স রয়েছে কি না তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব মোতালেবের পরিবার: পাশে দাঁড়ালেন ইউএনও

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চয় ও সহায়-সম্বল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ক্ষতিগ্রস্ত মোতালেবের বাড়িতে সশরীরে হাজির হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাড়ান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন ও তাদের সান্ত্বনা দেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ) রাত আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে রঘুনাথপুর গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ নজ্জেল বিশ্বাসের ছেলে মোতালেব হোসেনের বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। শীতের রাতে মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, আগুনের তীব্রতায় ঘরের কোনো মালামালই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আগুনের খবর পেয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন আশপাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। অগ্নিকাণ্ডে মোতালেব হোসেনের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে ঘরের আসবাবপত্র, মজুতকৃত খাদ্যশস্য, পরিধেয় বস্ত্র ও লেপ-তোশক। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হওয়ার মতো বিষয় হলো, পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাজীবনের অমূল্য সম্পদ একাডেমিক সার্টিফিকেটসমূহ এবং জমি-জমার প্রয়োজনীয় মূল দলিলপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এছাড়া ঘরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবাইদুর রহমান সাহেল তিনি মোতালেবের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল), শুকনো খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (চাল, ডাল, তেল) তুলে দেন। তিনি পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসও দেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত ইউএনও অফিস বরাবর লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দেন, যাতে সরকারি তহবিল থেকে তাদের আরও বড় ধরনের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা যায়।

প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে এবং ব্যক্তিগত সহমর্মিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মোতালেব হোসেনের পরিবারের সদস্যরা। তারা এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইউএনও এবং গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দিনমজুর কৃষক নিঃস্ব

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের পাগলা পাড়ায় গতকাল রবিবার রাতে এক হৃদয়বিদারক অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন দিনমজুর কৃষক আনিসুজ্জামান।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রাত আনুমানিক ১০টার দিকে হঠাৎ তার বাড়ির রান্নাঘর দিক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বসতঘরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে।

স্থানীয়রা জানান, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে কাউকে কিছু বাঁচানোর সুযোগই হয়নি। গোয়ালঘরে থাকা একটি গরু পুড়ে মারা যায়, যা পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় আর্থিক ক্ষতি হিসেবে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি দেশি মুরগি, ধান, চাল, গম, ভুট্টা, আসবাবপত্র, ঘরের টিনসহ ঘরের প্রায় সব মালামালই মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডে আনিসুজ্জামান পরিবারের আনুমানিক দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ফলে পরিবারটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে এবং শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো পাড়া।

ঘটনার খবর পাওয়ার পর ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শন করে পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণী ও সম্পদের এমন ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন।

দিনমজুর আনিসুজ্জামানের পরিবার দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আগুনে ঘরবাড়ি, খাদ্যশস্য, গরু-মুরগি সব হারিয়ে এখন দিশেহারা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে তারা পুনরায় ঘরবাড়ি গড়ে তুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড,

৩টি দোকানের মালামাল পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গা পৌরসভার আনন্দধাম মোড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে আগুন লাগে রথতলা এলাকার মৃত নরেন বিশ্বাসের ছেলে মন্টুর লন্ডি দোকানে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও দুটি দোকানে। দোকান দুটি হল হান্নান ডেকোরেশনের এবং অন্যটি রবি ফার্মেসি।

লন্ডি দোকান মালিক মন্টু জানান, “বেলা বারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে কিস্তি দিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। একটু পরে দোকানে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে মোবাইলে খবর আসে আমার দোকানে আগুন লেগেছে। ছুটে এসে দেখি সব পুড়ে ছারখার। প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন আমি পথে বসে গেলাম। একটাও জিনিস অবশিষ্ট নেই।

পাশের দোকানদার হান্নান ডেকোরেশন মালিক হান্নান বলেন, “আমি দুপুরে খাবার খেতে বাড়ি গিয়েছিলাম। দোকানে তালা দিইনি। শুধু সাটার লাগানো ছিল। ফোনে জানতে পারি আগুন লেগেছে। এসে দেখি পাশের দোকানের আগুন আমার দোকানেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় ২৫ হাজার টাকার ডেকোরেশনের কাপড় ও সিলিং পুড়ে গেছে।

পাশের ওষুধের দোকান মালিক রবি জানান, “আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। স্থানীয়রা ফোনে জানায় দোকানে আগুন লেগেছে। দৌড়ে এসে দেখি পাশের লন্ডি দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। আমার দোকানের সিলিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিছু ওষুধও হয়তো নষ্ট হয়েছে। আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, “আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। তবে দোকানগুলোর বেশিরভাগ মালামাল পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আগুনের সূত্রপাত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের মধ্যে ঘটনাস্থলে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা গেছে। জীবনের সকল সঞ্চয় হারিয়ে মন্টু এখন দিশেহারা। ক্ষতিগ্রস্ত তিন ব্যবসায়ীই প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দর্শনার ব্রাদার্স রাইস মিলে পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দর্শনার ব্রাদার্স রাইস মিলে তরল দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে আগুনে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ব্রাদার্স রাইস মিলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো ব্রাদার্স রাইস মিল বন্ধ করে সবাই চলে যায়। হঠাৎ করে ভোরের দিকে নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় রাইস মিলের ভেতরে থাকা ২০ বস্তা চালের গুঁড়া ও একটি পালসার মোটরসাইকেল পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, তরল দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে।

মিল মালিক খন্দকার সাইফুল আজম সেন্টু বলেন, আমার তো কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। তবে আমার ছেলের সঙ্গে আছে কিনা, আমার জানা নেই।